গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ শাখা।
www.powerdivision.gov.bd

নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০১১.১৬- ৯৮৬

তারিখ : ২৫ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৮ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক নৈতিকতা কমিটির অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ড. আহমদ কায়কাউস, সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর সভাপতিত্বে গত ২৭/০৩/২০১৮ তারিখে বিজয় হলে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এরসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিবরণী।

(আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৪৭১২০৩০৮।
(coord-2@pd.gov.bd)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
০১। চেয়ারম্যান, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), আইইবি ভবন (১০ ও ১১ তলা), রমনা, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি/প্রশাসন/সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ।
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৫। বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, জ্যোৎস্না কমপ্লেক্স, তোপখানা রোড, ঢাকা।
০৬। যুগ্ম-সচিব (কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স/উন্নয়ন/বাজেট/নবায়নযোগ্য জ্বালানি/সমন্বয়-৩)/যুগ্ম-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ।
০৭। মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গণি রোড, রমনা, ঢাকা।
০৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি, আইইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), রমনা, ঢাকা।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো/নেসকো, ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী।
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইজিসিবি/নওপাজেকো/আরপিসিএল/এপিএসসিএল/কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি/ বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন কোম্পানি, ঢাকা/বি-বাড়িয়া।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ
০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।
০২। প্রোগ্রামার, বিদ্যুৎ বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক নৈতিকতা কমিটির অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. আহমদ কায়কাউস সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
তারিখ	:	২৭ মার্চ ২০১৮ খ্রি.
সময়	:	বেলা ১২:০০ টা
স্থান	:	বিজয় হল (১৫ তলা, বিদ্যুৎ ভবন, ১ নং আব্দুল গণি রোড, ঢাকা)।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হলে দূর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে। এক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরো বলেন, বিদ্যুৎ বিভাগে শুদ্ধাচার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এখনও হয় নাই। অতঃপর সভাপতি সভায় এজেন্ডা উপস্থাপন করার জন্য যুগ্মসচিব (সমন্বয়)-কে আহ্বান জানান।

২.০। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (সমন্বয়) বলেন, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারে (১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রধান অন্তরায়সমূহ ও (২) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির ০১ টি ক্ষেত্র (Grey Area) চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা আছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গত ১২/০৩/২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক ফোকাল্ট পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে উপস্থিত ফোকাল্ট পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে গ্রুপ ওয়ার্ক করা হয়। ০৪ (চার) টি গ্রুপের গ্রুপ ওয়ার্কে যে সকল সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়, তা তিনি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপঃ

গ্রুপ	শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ	দুর্নীতির গ্রে এরিয়া
গ্রুপ-০১ স্রেডা, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, সিপিজিসিবিএল ও এপিএসসিএল	১) শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব এবং শুদ্ধাচারের উদ্দেশ্যেকে পর্যাপ্তভাবে আত্বস্থ না করা। ২) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্মিলিতভাবে/এককভাবে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যসম্পাদনে অনীহা। ৩) জবাবদিহীতার অভাব। ৪) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে IT Based System অথবা উদ্ভোবনী চর্চা প্রয়োগের অভাব। ৫) জনবলের অভাব ক্ষেত্র বিশেষে।	১)সেবা গ্রহীতাগণ কর্তৃক সরাসরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ না করে Third Party 'র শরণাপন্ন হওয়া। ২) কর্মচারীদের বিশেষ করে ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পুরস্কারের পরিমাণ ও সংখ্যা কম হওয়া। ৩) কর্তৃপক্ষের জরুরি নির্দেশনায় PPR যথাযথভাবে অনুসরণে পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া। ৪) Audit, Accounts & Finance শাখায় বিল প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা। ৫) Chain of Command যথাযথভাবে Follow না করা।

চলমান পাতা-০২

গ্রুপ	শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ	দুর্নীতির গ্রে এরিয়া
গ্রুপ-০২ বাবিউবো, পিজিসিবি, ডিপিডিসি ও ডেসকো	১) সকল কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার না থাকা। ২) বিভিন্ন সংগঠনের নামে বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ। ৩) সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের ধারণা "মিডিয়া ছাড়া সেবা পাওয়া যায় না"। ৪) সেবার বিষয়ে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অবগত না থাকা। ৫) সচেতনতার অভাব/ প্রচারনার অভাব। ৬) জবাবদিহিতা কম থাকা। ৭) প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল না থাকা। ৮) সঠিক সময়ে অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধান না করা।	১) নতুন সংযোগ। ২) বিলিং সিস্টেম। ৩) নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলী। ৪) ওভারটাইম। ৫) ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থাপনা/মেরামত। ৬) বিভিন্ন ক্রয়/নিলাম। ৭) মেরামত/লাইন সম্প্রসারণ।
গ্রুপ-০৩ বাপবিবো, ওজোপাডিকো, নেসকো ও আরপিসিএল	১) শুদ্ধাচার সম্পর্কে সম্যক ধারনার অভাব। ২) প্রতিপালনে ব্যক্তি মানসিকতার অভাব। ৩) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে অনীহা। ৪) শুদ্ধাচার সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের অভাব (গণশুনানী, Motivation, Postering, লিফলেট বিতরণ)। ৫) Citizen Charter যথাযথ স্থানে স্থাপন না করা। ৬) Public Perception বৃদ্ধি/প্রতিপালনের জন্য E-voting Machine স্থাপন না করা। ৭) ব্যক্তিগত পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণের ব্যবস্থা না থাকা। ৮) প্রধান নির্বাহীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগকে সংকুচিত হওয়া। ৯) E-procurement / E-filling কার্যকরভাবে প্রবর্তন না করা।	১) নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্র। ২) মিটার রিডিং গ্রহণ। ৩) Tarrif পরিবর্তন। ৪) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের (লাইন নির্মানে হয়রানী)। ৫) অভিযোগ নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রীতা।
গ্রুপ-০৪ পাওয়ার সেল, নেসকো, ইজিসিবি ও পাওয়ারজেন	১) শুদ্ধাচার বিষয়টির ধারনা স্পষ্ট নয়। ২) শুদ্ধাচারের ফর্মটিতে প্যারামিটারের সংখ্যা বেশি। ৩) ফর্মেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের সূচক / এককের অস্পষ্টতা । ৪) প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা কম। ৫) ফর্মের ক্ষেত্রে Sector ভিত্তিক কাষ্টমাইজড ফর্ম প্রবর্তন না হওয়া। ৬) আইসিটি এর ব্যবহার কম। ৭) জবাবদিহিতার অভাব।	১) Procurment/Purchase Process. ২) New Connection Process. ৩) Requirements বেশী। ৪) Recruitment process. ৪) Punishment না হওয়া।

উপস্থাপিত সুপারিশমালার ভিত্তিতে (১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রধান অন্তরায়সমূহ ও (২) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির ০১ টি ক্ষেত্র (Grey Area) চিহ্নিতকরণের জন্য তিনি অনুরোধ জানালে সভায় বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

চলমান পাতা-০৩

২.১। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির প্রধানগণ আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান যে, সকলকে প্রফেশনাল হতে হবে, সময়ের কাজ সময়মত করতে হবে, নিজের কাজ নিজের উদ্যোগেই করতে সচেষ্ট থাকতে হবে, শুদ্ধাচার এর ধারনা অনেকের কাছে সুনির্দিষ্ট নয়, কর্মপরিকল্পনার ফরমেট ও সূচকগুলো আরোও সহজবোধ্য ও বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের সাথে কাস্টমাইজড করা যেতে পারে। দায়িত্ব পালন না করার প্রবণতা, গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত না হওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে যুক্ত না হওয়ার প্রবণতা, দায়িত্ব আত্বস্থ না করা, শুদ্ধ আচরণ না করা শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে অন্তরায়।

২.২। সভাপতি বলেন যে, উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত আলোচনার অভাব রয়েছে এবং এগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ (Coordinated Effort) থাকা উচিৎ। বিদ্যুৎ বিভাগের অনেক অর্জন কোন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সেবাগ্রহীতাদের সাথে ব্যবহার/আচরণ সন্তোষজনক না হওয়ায় ম্লান হয়ে যাচ্ছে যা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় একটি অন্তরায়।

৩.০। অত:পর সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত অন্তরায়সমূহ ও দুর্নীতির ক্ষেত্র (Grey Area) চিহ্নিত করা হয়ঃ

<u>বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রধান অন্তরায়সমূহ:</u>

১) সেবাদানকারীদের ব্যবহার/আচরণকে সেবামুখী করতে মানসিকতার অভাব;

২) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে সমন্বিত উদ্যোগের অভাব;

৩) প্রচারণার অভাব ও বিষয়টি আত্বস্থ না হওয়া / উদ্বুদ্ধ না হওয়া;

৪) প্রতিষ্ঠান/দপ্তর প্রধানগণের অপর্যাপ্ত মনিটরিং;

৫) সকল স্তরে গণশুনানীর অভাব।

<u>বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে দুর্নীতির একটি ক্ষেত্র (Grey Area):</u>

"সেবাদানকারীদের কাছ থেকে কাঙ্খিত সেবা না পাওয়ায় সেবা গ্রহীতাগণের দালালদের শরণাপন্ন হওয়া।"

<u>সিদ্ধান্ত</u>

১) জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির প্রধানগণ ও তাদের অধীনস্থ সকল দপ্তর প্রধানগণ কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

২) বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে বিদ্যমান দুর্নীতির চিহ্নিত ক্ষেত্রে (Grey Area) বিশেষ নজরদারীসহ দালালদের শরণাপন্ন না হয়ে, সেবাগ্রহীতাগণ যাতে সরাসরি সেবা পেতে পারেন তা সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত করবেন।

৪.০। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৫.০৪.২০১৮ খ্রি.
(ড. আহমদ কায়কাউস)
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ
ও
সভাপতি
জাতীয় শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি।